উদ্বোধন।

জগৎবাসী কেন তোরা ঘুমের ঘোরে অচেতন ?
তোদের কা'ছ আস্‌ছে ভেসে উদ্বোধনের আবাহন।

করুণস্বরে ডাক্‌ছে তোরে—"আয়রে তোরা আয়রে আয় ;
ঘুমে কেন আছিস্ মেতে ? কাজের সময় বয়ে যায়।"
এমনিভাবে কাঁদ্‌ছে বীণা বিশ্বমাঝে করুণ-সুরে ;
(তা'র) করুণ সে ডাক সবার কাণে বাজ্‌ছে ওরে জগৎ জুড়ে।

বাজ্‌ছে বীণা করুণ-সুরে—"ঘুমের আলস ছেড়ে আয় ;
দেখসে হেথা কাজের সুখ—ঘুমের সাথে তুলনায়।"
এই ব'লে যে বাজ্‌ছে বীণা করুণ-সুরে করুণ তান ;
বাঁশীর স্বরে আকুল সুরে আস্‌ছে ভেসে ব্যথার গান।

ঘুমন্তকে ডাক্‌ছে বীণা—"মত্ত কেন সুপ্তি-ঘোরে ?
তৃপ্তি কি ভাই সুপ্তিতে হয় ? প্রাণ ঢেলে দে কাজের তরে।"
বীণার গানে ঘুমের কাণে বাজ্‌বে না কি জাগরণ ?
মন কি তাদের শুন্‌বে না এই উদ্বোধনের আবাহন ?

করুণ-তানে গাইছে বীণা—"আয়রে তোরা আয়রে আয় ;
ঘুমের আলস ছেড়ে ফেলে কাজের মাঝে ছুটে আয়।"
বাতাস 'পরে আস্‌ছে ভেসে কাজের স্রোতের নিমন্ত্রণ ;
এর পরে কি থাক্‌বি শুয়ে ? হবে নাকো উদ্বোধন।

ডাক্‌ছে বীণা—"আয়রে তোরা, হে মোর প্রিয় মানবগণ ;
কাজের মাঝে আয় রে ছুটে নিদ্রা করে' বিসর্জ্জন।"
এর পরে কি থাক্‌তে পারি ? এ যে মধুর আবাহন—
গানের সুরে সাধ্‌ছে সে যে চাইছে মোদের জাগরণ।

ওই যে বীণা বাজ্‌ছে সুরে—"উদ্বোধনের দিনে আজ—
থাকিস্‌নাকো ঘুমের ঘোরে, আয়রে তোরা কাজের মাঝ।"
এই বলে' যে গাইছে বীণা—গাইছে মোদের উদ্বোধন।
থাক্‌বো না আর ঘুমের ঘোরে—আজ আমাদের জাগরণ॥

শ্রীসোমনাথ সাহা,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, 'B' শাখা

বীণা।

অই শিউলি ফুলের অঞ্চলেতে আছে বাঁধা
আমার বীণার তান;
যখন তা'রা কেঁপে উঠে, আমার বীণা বেজে উঠে,
তোরা কি শুনিস্‌নেকো গান?
চল্‌তে চল্‌তে পথের মাঝে থম্‌কে এসে দাঁড়িয়ে
পেতে দিস্ একবার তোর কাণ!—
শ্রোতা হ'লে শুন্‌তে পাবি, যোদ্ধা হ'লে বুঝ্‌তে পারবি,
—নীরব সে যে গান!
আমার কত জন্ম গেল চ'লে, কর্ম্ম হ'ল ক্ষীণ,
ঐ বীণার মর্ম্ম বোঝা ভার!
বিশ্ব-বীণার তারে তারে সাধা তাহার তার।
ও যে চমৎকার,
বড়ই মধুর ঝনৎকার॥

শ্রীক্ষুদিরাম সরকার,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী, "B" শাখা।